১৮৫

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ FEB 9 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসাগুলোর জরুরী অধিবেশন

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্তের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ রবিবার চট্টগ্রাম শহরস্থ শুল্কবহর কাশেফুল উলুম মাদ্রাসা মিলনায়তনে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের কওমী মাদ্রাসা ও আলীয়া মাদ্রাসার পরিচালক ও প্রতিনিধিদের এক জরুরী অধিবেশন দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মুফতিয়ে আজম আল্লামা আহমদুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মুহতামিম আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী।

এতে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শায়খুল হাদীস মাওঃ ইসহাক গাজী, মাওঃ সুলতান জওক নদভী, দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওঃ আবু নোমান, মাওলানা আবদুল খালেক হালিম, মাওঃ আবদুল হালিম বোখারী, মাওঃ হাফেজ কাসেম, মাওঃ আব্দুল জলিল, মাওলানা ইসমাঈল, মাওঃ জহিরুল ইসলাম, মাওঃ আবদুর রহীম ইসলামাবাদী, মাওঃ হাফেজ শামসুদ্দীন, মাওঃ শামসুল হক, মাওঃ আবুল কালাম, মাওঃ আমজাদ আলী, মাওঃ আবদুল জলিল, মাওঃ আশরাফ আলী নিজামপুরী, মাওঃ এবাদুল্লাহ, মাওঃ নাসির উদ্দীন, আজিজুল হক ইসলামাবাদী, মাওঃ আবদুল্লাহ মামুন, মাওঃ আবদুর রহমান, মাওঃ মুছা প্রমুখ।

অধিবেশনে বক্তাগণ তালেবান এবং ওসামা বিন লাদিনের অনুসারী হওয়ার কল্পিত অভিযোগ উত্থাপন করে দ্বীনি মাদ্রাসাসমূহের ছাত্র শিক্ষক ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের গ্রেফতার এবং রিমান্ডে এনে পরিকল্পিত তথ্য আদায় ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাসের তাণ্ডব সৃষ্টির বানোয়াট ও দূরভিসন্ধিমূলক হীন চেষ্টার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের চক্রান্ত ও আলেম সমাজের উপর হয়রানি বন্ধ করা না হলে ঐক্যবদ্ধভাবে শীঘ্রই বৃহত্তর গণআন্দোলনের ডাক দেয়া হবে।

বক্তাগণ বলেন, বাংলাদেশে দ্বীনি শিক্ষার মূল ভিত্তি ভূমি হচ্ছে কওমী মাদ্রাসাসমূহ। এসব প্রতিষ্ঠান সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে বিগত শতাব্দীকালেরও বেশী সময় ধরে আহলে সুন্নাতের অনুসারী হিসেবে লক্ষ লক্ষ ছাত্রদের দ্বীনে ইসলাম ও কোরআন হাদীসের শিক্ষা দিয়ে আসছে অত্যন্ত সফলতার সাথে। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনসহ বিভিন্ন সময়েও আজাদী আন্দোলন ও ইসলাম বিরোধী, দেশদ্রোহী কর্মতৎপরতার মোকাবিলায় এসব মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের গৌরবজনক অবদান চিরস্মরণীয়।

বক্তাগণ আরো বলেন, দেশের কোন মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক দেশের আইন বিরোধী। নৈতিকতা বিবর্জিত অন্যায় কাজে জড়িত হওয়ার কোন ঘটনার প্রমাণ নেই। লালখান বাজার মাদ্রাসা ও দরবেশকাটা মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন মাদ্রাসায় তল্লাশী চালিয়ে কোন অবৈধ জিনিস উদ্ধার করতে পারেনি। এরপরও একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের জন্য ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

অধিবেশনে সরকারের ইসলামী শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বৃহত্তর চট্টগ্রামে বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।